দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 JUL 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

# শেখ হাসিনার মুক্তি দাবিতে রাবি শিক্ষকদের গণছুটি ॥ গোয়েন্দা দলের জিজ্ঞাসাবাদ, আতঙ্ক

## অংশগ্রহণকারীদের তালিকা করছেন ভিসি

*জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক স্বতস্ফূর্তভাবে বৃহস্পতিবার গণছুটি কর্মসূচী পালন করেছে। যেসব শিক্ষক এই কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন উপাচার্য তাঁদের তালিকা তৈরি করছেন। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বলে জানা গেছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন কর্মসূচী পালন করল। এ ছাড়া আওয়ামী যুব আইনজীবী পরিষদ কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচী পালন করেছে। একই দাবিতে ছাত্রলীগও দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছে। শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পোস্টার লাগিয়েছে। দেশের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই প্রথম গ্রেফতার হওয়া কারও মুক্তির দাবিতে পোস্টার লাগানো হলো। এ ছাড়া ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের অপসারণের দাবিতে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে। প্রবাসীদের আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। আওয়ামী লীগসহ তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলো বিক্ষোভ-সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। তারা সেসব দেশের সরকার প্রধানদের কাছে শেখ হাসিনার মুক্তির জন্য চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মারক লিপি প্রদান করছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে শেখ হাসিনা মুক্তি*

*(৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)*

## শেখ হাসিনার মুক্তি

*(প্রথম পাতার পর)*

আন্দোলন পরিষদ গঠন করা হচ্ছে।

সূত্রমতে, শেখ হাসিনার মুক্তি, রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ঘোষিত সময়ের আগেই নির্বাচন সম্পন্ন এবং দেশের সকল শিক্ষাঙ্গন দুর্নীতিমুক্ত করার দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক তাঁদের এই কর্মসূচী পালন করেন। অবিলম্বে শেখ হাসিনার মুক্তি না দিলে পরবর্তীতে তাঁরা লাগাতার কর্মসূচী ঘোষণার হুমকি দিয়েছে। কর্মসূচীতে যে সব শিক্ষক অংশ নিয়েছেন তাঁদের ব্যক্তিগত রুম ও ক্লাস রুম বন্ধ ছিল। ফলে পূর্ব নির্ধারিত অনেক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিকে যারা এই কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন উপাচার্য তাঁদের তালিকা তৈরি করছেন বলে জানা গেছে। এ জন্য বিভাগের চেয়ার‍্যানদের কাছে ছুটি পালনকারী শিক্ষকদের নামের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। কর্মসূচী পালন করা শিক্ষকরা জানিয়েছেন, উপাচার্য আমাদের তালিকা তৈরি করছেন। নৈমত্তিক ছুটি কাটানোর পরও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ফোনে, বাসায় এসে আমাদের জেরা করছে। এই অবস্থায় আমরা দারুণ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.এম আলতাফ হোসেন এর সত্যতা স্বীকার করে সাংবাদিকদের বলেছেন, ওপরের নির্দেশেই এই তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। তবে কি কারণে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুব আইনজীবী পরিষদ শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচী পালন করেছে। এই কর্মসূচীতে দলমত নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ ও আইনজীবী পরিষদ এই কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচী সমর্থন করে।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম শেখ হাসিনা ও জনকণ্ঠ সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদের মুক্তি দাবি করেছে। এক বিবৃতিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আজ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মদের জেগে ওঠার সময় এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সকল বিরোধ ভুলে গিয়ে আমাদের সকলকে ঐক্য করতে হবে। ঐক্যের কোন বিকল্প নেই।

শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া শেখ মুজিবুর রহমান কলেজের শিক্ষকরা তিন দিন কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচী শুরু করেছে। আগামী শনিবার তাঁরা মাধ্যমিক স্কুল সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। ফরিদপুর জেলা আইনজীবী সমিতি ৭২ আইনজীবী এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনার মুক্তি দাবি করেছে।